|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১২****তথ্য মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। বিনোদনসহ তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার, নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন ও বিভিন্ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুবান্ধব পরিবেশে বেড়ে উঠা তাদের অন্যতম অধিকার। তথ্য মন্ত্রণালয় শিশুবান্ধব পরিবেশ ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারধর্মী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিনিয়ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে। জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাটক, গান, স্পট, উন্মুক্ত বৈঠক, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী সংগীত উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রম শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুতোষ ডকুড্রামা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা: মাসিক নবারুণ এবং অ্যাডহক প্রকাশনা ‘বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ’ মুদ্রণ করে প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমগুলো বিশেষ কার্যক্রম পালন করে চলেছে।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**  |
| --- | --- |
| বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯: **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা** | সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের আলোকে নীতমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ, গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণায় স্বাধীন বিবেক ও চিন্তা চেতনার বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়। |
| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG): **শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।** | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 06টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসানের জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ। তাছাড়া, * মাঠ পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী সংগীত পরিবেশন, উঠান বৈঠক আয়োজন, স্পট, গান, নাটক করা হয়।
 |
| বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: **শিশুদের সৌজন্যে শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনের এবং বিশেষ করে মহাপুরুষদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবেশীদের সাথে শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতিফলনকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে। দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।** | **বাংলাদেশ টেলিভিশন শিশুদের উন্নয়নে ২৮ ক্যাটাগরির ৫০৫টি অনুষ্ঠান সারা বছর প্রচার করছে। এছাড়া শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১টি অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসে শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বেতার ২২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ০৬টি ইউনিট শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে শৈশবকে সহজ করতে নৈতিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এর মধ্যে রয়েছে মিনা ফোনে-লাইভ, কলকাকলী, রেবা ও তার বিড়াল, শিশুকিশোর মেলা, শিশুমেলা কল্লোল, সবুজ মেলা, কচিকাঁচা, কচিকণ্ঠ ইত্যাদি।** **নীতিমালার আলোকে বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারে শিশুদের দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি এ সকল বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম :*** কিশোর-কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি’র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা;
* কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা;
* ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং করা;
* স্কুলভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা;
* শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হচ্ছে।
 |
| বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪:**ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।** | ছোটদের অনুষ্ঠান নির্মাণে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান মনিটরিংয়ের বিষয়ে সম্প্রচার **নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।** |
| বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: **এ নীতিমালার মূল বিষয়সমূহ হলো-*** **শিশুদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কোন বিষয় বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিশুদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও স্বভাব সুলভ সরলতার সুযোগকে প্রতারণাপূর্বক ও চাতুর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না।**
* **বিজ্ঞাপনে শিশুদের দ্বারা বিপদজনক কোন দ্রব্য যেমন-বিস্ফোরক, দিয়াশালাই, পেট্রোল বা দগ্ধকারক দ্রব্য, যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো যাবে না।**
* **শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ দৃশ্য দেখানো যাবে না।**
* **নারী নির্যাতন, কিশোরীদের উত্যক্তকরণ** (Teasing) **এবং তাঁদের প্রতি অশোভন অঙ্গভঙ্গী বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না।**
 | বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিজ্ঞাপন** সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা তদন্তপূর্বক নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়। |
| **কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০14 :****অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা-*** **শিশুকে অবহেলা করে;**
* **প্রতিবন্ধীকে অবহেলা করে;**
* **এ্যালকোহল, মাদক ও ধুমপানে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করে।**
 | **কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার ও পরিচালনার নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে।** কমিউনিটি রেডিও’র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য **বাংলাদেশ** বেতার, নিমকো এবং পিআইবি’র মাধ্যমে প্রযোজকদের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। |

**৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন:**

৩.১ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিগত তিন বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, অধিকার, অংশগ্রহণ, বেড়ে ওঠা, নিরাপত্তা, গর্ভবতী মায়ের সেবা, স্যানিটেশন, হাতধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগত তিন বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

* বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিশুদের দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য ০৬টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
* শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য 270.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে;
* মাঠ পর্যায়ে 9874টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়েছে;
* 8842টি পল্লী সংগীত পরিবেশন করা হয়েছে;
* 1023টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে;
* ২7টি স্পট, 10৫টি নাটক করা হয়েছে;
* স্কুলভিত্তিক ১০১টি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৪১০টি কিশোর কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি’র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;
* কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ১০৭টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে;
* ১৭৭টি ফিল্ড বেইজ রিপোটিং করা হয়েছে;
* ৬টি স্কুলভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;
* দেশব্যাপি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ৩১২টি শিশু মেলা আয়োজন করা হয়েছে;
* 7টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হয়েছে;
* বেতার, নিমকো এবং পিআইবি’র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও’র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদের ১১টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
* শিশুতোষ পত্রিকা ‘নবারুণ’ প্রতিমাসে ১০,০০০ কপি করে গত ৩ বছরে মোট ৩,৬০,০০০ কপি মুদ্রণ করে সারা দেশে প্রচারিত হয়েছে;
* দেশব্যাপি **নবারুণ মেলা, মীনা মেলা, কন্যা শিশু দিবস মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে;**
* বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান যেমন কলকাকলি, সবুজ মেলা, শিক্ষার্থীদের আসর, আমি মীনা বলছি ইত্যাদি অসংখ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

**৪.০ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 9.89 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 7.04 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 2.85 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 0.94 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 0.67 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.27 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.03 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.19 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.00 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.02 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **9.50** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **একজন নানজীবা’র গল্প**নানজীবা খান। বয়স এখনও ১৮ তে পৌঁছায়নি। কিন্তু একাধারে সে ট্রেইনি পাইলট, সাংবাদিক, নির্মাতা, উপস্থাপিকা, লেখক, ব্রান্ড এ্যম্বাসেডর, বিএনসিসি ক্যাডেট অ্যাম্বাসেডর এবং বিতার্কিক।জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে শিশুদের জন্য অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ, স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল, খবর তৈরি ও উপস্থাপনা কৌশল, সমাজের বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠেছেন নানজীবা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে নিজেকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।বর্তমানে নানজীবা অ্যারিরাং ফ্লাইং স্কুলে ট্রেইনি পাইলট হিসেবে অধ্যয়ন করছে। স্বপ্ন আকাশ ছোয়ার। বিডি নিউজ ২৪ ডট কম (হ্যালো)’র সাংবাদিক, বিটিভির নিয়মিত উপস্থাপক, ব্রিটিশ আমেরিকান রিসোর্স সেন্টারের ব্রান্ড অ্যাম্বাডেসর হিসেবে কাজ করছে। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে ২০১৫ সালে পেয়েছেন ইউনিসেফের ‘মীনা মিডিয়া এওয়ার্ড’।মাত্র ১৩ বছর বয়সে জীবনের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কেয়ারলেস’ পরিচালনা করেন। জীবনের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র ‘সাদা কালো’ পরিচালনার জন্য ইউনিসেফের ‘মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেন। আর এটি তৈরি করতে যা টাকা ব্যয় হয়েছে তার সবই ছিল তার টিফিনের জমানো টাকা থেকে। ‘গ্রো আপ’, ‘দি এনস্টিচ পেইন’-সহ আরো কিছু প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছে সে নিজে।নানজীবা’র মতে, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তা তার কখনো ছিল না। বর্তমানে সে কাজ শেখার চেষ্টা করছে। আর এ কাজ শেখার পথকে সহজ করে দিয়েছে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে অংশগ্রহণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট মূলত তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে, নিজেকে নতুন করে চেনার, কর্মক্ষেত্র তৈরির পরিবেশ দিয়েছে, দিয়েছে চিন্তার গভীরতা বাড়িয়ে। ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সুন্দর করে তুলে ধরার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ জন্য তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর কাছে কৃতজ্ঞ।নানজীবা একসময় বাংলাদেশের হয়ে বিশ্বের যেকোন দেশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। মিডিয়ার একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে গোটা বিশ্বের সামনে। আকাশে ওড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় সে। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে এককভাবে শিশুদের কথা বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করা;
* শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;
* শিশুদের দিয়ে শিশুবান্ধব অনুষ্ঠান নির্মাণে বড়দের অনাগ্রহ;
* শিশু বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
* শিশুদের ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অভিভাবকদের অনাগ্রহ;
* লেখাপড়া নিয়ে শিশুদের অধিক ব্যস্ততা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| ২০১9-20 অর্থবছরের **পরিকল্পনাসমূহ** | * শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেয়া হবে;
* বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে আরো ১০০টি কিশোর কিশোরী বেতার শ্রোতা ক্লাব গঠন করা হবে;
* কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণে ২২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠান প্রচারের পর কুইজের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হবে;
* বিটিভি’র মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু কিশোরদের নিয়ে ২৫টি School Based outdoor অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে;
* শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে;
* শিশু সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
* বেতার, নিমকো এবং পিআইবি’র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও’র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদেরকে ৮টি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে;
* নিমকো’র মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার কর্মীদেরকে Internet broadcasting: Internet use and application for Adolescent/Child journalist বিষয়ে ০২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
* আগামী অর্থবছরে ১,৩০,০০০ কপি শিশুতোষ পত্রিকা ‘নবারুণ’ প্রকাশিত হবে;
* চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হবে।
 |

**৮.০ উপসংহার**

প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশু উন্নয়নে শিশু বান্ধব পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন তথ্য সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় পরিকল্পনা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। গণমাধ্যমের সকল শাখায় শিশুতোষ বিষয়ক তথ্য প্রবাহ ক্রমান্বয়ে অবাধ ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী পরিবেশ গঠনে তথ্য মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।